

মাধ্যমিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর(বিসিএস প্রিলিমিনারির জন্য।

কৃতজ্ঞতাঃ মাহফুজুল আলম(বিসিএস স্পটলাইট)

পিডিএফ সম্পাদনা

দেলোয়ার হোসেন শান্ত

ভাষা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

<https://web.facebook.com/delowar.hossan.raj>

- ১। ভূগোলের প্রধান উপাদান- মানুষ ও পৃথিবী
- ২। Geography শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন-ইরটিসথেনিস
- ৩। Perspectives of the Nature of Geography বইয়ের রচয়িতা- রিচার্ড হার্টশোন (১৯৫৯)
- ৪। পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের বর্ণনাই ভূগোল- বলেছেন ডাডলি স্টাম্প
- ৫। সব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জননী- ভূগোল
- ৬। সন্ধানপ্রাপ্ত নক্ষত্রের সংখ্যা- ১০০ কোটির অধিক
- ৭। নক্ষত্রগুলো- প্রকৃতপক্ষে জলন্ত বাষ্পপিণ্ড
- ৮। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র- সূর্য
- ৯। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব- ১৫ কোটি কিলোমিটার
- ১০। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে-৮মিনিট ১৯সেকেন্ড
- ১১। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র- Proxima Centuri
- ১২। কক্ষগহবর ও কক্ষবামনের মহাকর্ষ বল বেশি- উচ্চ ঘনত্বের কারণে
- ১৩। গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশ- ছায়াপথ
- ১৪। রাতের অন্ধকারে আকাশে উত্তর-দক্ষিণে উজ্জ্বল দীপ্ত দীর্ঘপথ- ছায়াপথ
- ১৫। নীহারিকা- স্বললোকিত তারকারাজি
- ১৬। ছায়াপথ অবস্থান করে- নীহারিকার সমতলে
- ১৭। ধূমকেতুর ইংরেজি নাম Comet এসেছে Komet থেকে
- ১৮। গ্রীক Komet অর্থ- এলোকেশী
- ১৯। হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়- ১৭৫৯, ১৮৩৫, ১৯১০ ও ১৯৮৬ সালে
- ২০। উপগ্রহ সবচেয়ে বেশি- বৃহস্পতির (৬৭টি)
- ২১। শনির উপগ্রহ-৩১টি
- ২২। সূর্যের ভর- 1.99×10^{23} Kg
- ২৩। সূর্যের ব্যাসার্ধ- ৬৯২ হাজার কিলোমিটার
- ২৪। সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা- ১৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস
- ২৫। পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ- শুক্র
- ২৬। সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ- বুধ
- ২৭। মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ-ডিমোস ও ফিবোস
- ২৮। গ্রহাণুপুঞ্জের দৈর্ঘ্য ৫৬ .৩১ কোটি কিলোমিটার
- ২৯। গ্রহাণুর ব্যাস- ১.৬-৮০৫ কিলোমিটার
- ৩০। বলয় আছে- শনি গ্রহে
- ৩১। ইউরেনাসের উপগ্রহ- ২৭টি
- ৩২। নেপচুন আবিষ্কৃত হয়-১৮৪৬ সালে(উপগ্রহ-১৪টি)

- ৩৩।প্লটো আবিষ্কার করেন- ক্লাইড টমবাউ (১৯৩০)
- ৩৪।প্লটোর উপগ্রহ- ক্যারন
- ৩৫।সূর্যের উন্নতি মাপার যন্ত্র-সেক্সট্যান্ট
- ৩৬।সূর্যের বিষুব লম্ব- 23.5 degree N-23.5 degree S অক্ষাংশ
- ৩৪।23.5 degree S অক্ষাংশ-মকরক্রান্তি
- ৩৫।23.5 degree N অক্ষাংশ-কর্কটক্রান্তি
- ৩৬।66.5 degree N অক্ষাংশ-সুমেরুবৃত্ত
- ৩৭।66.5 degree S অক্ষাংশ-কুমেরুবৃত্ত
- ৩৮।মূল মধ্যরেখার মান-শূন্য ডিগ্রি
- ৩৯।সর্বোচ্চ অক্ষাংশ-৯০ ডিগ্রি
- ৪০।সর্বোচ্চ দ্রাঘিমা-১৮০ ডিগ্রি
- ৪১।আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা- ১৮০ডিগ্রি পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা
- ৪২।আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার অবস্থান- সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, এলিউসিয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জ
- ৪৩।পৃথিবীর আনুমানিক গতি- ঘন্টায় ১৬১০ কিলোমিটার
- ৪৪।পৃথিবীর আনুমানিক গতি প্রমাণ করেন-ফুকো(১৮৫১)
- ৪৫।দিবরাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে-বার্ষিক গতির ফলে
- ৪৬।সূর্যের উত্তর অয়নান্ত (বড় দিন)- ২১জুন
- ৪৭।সূর্যের দক্ষিণ অয়নান্ত (দীর্ঘতম রাত)- ২২ডিসেম্বর
- ৪৮।দিবরাত্রি সমান- ২১মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর
- ৪৯।বাসন্ত বিষুব- ২১মার্চ
- ৫০।শারদ বিষুব- ২৩সেপ্টেম্বর
- ৫১।পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য- ৯৩,৮০,৫১,৮২৭ কিলোমিটার
- ৫২।সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে -১-৩ জানুয়ারি (অনুসূর)
- ৫৩।সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে দূরে থাকে - ১-৪ জুলাই (উপসূর)
- ৫৪।তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে বছরকে ভাগ করা হয়- ৪ ভাগে
- ৫৫।প্রাকৃতিক ভূগোল বিভক্ত- ৩ ভাগে
- ৫৬।অশ্বমন্ডল বিভক্ত- ৩ স্তরে
- ৫৭।ভূত্বকের পুরুত্ব- ২০ কিলোমিটার
- ৫৮।ভূত্বকের নিচে প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রা বাড়ে-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
- ৫৯।ভূত্বক ও গুরুমন্ডলকে বিভক্ত করেছে-মোহোবিচ্ছেদ
- ৬০।মোহোবিচ্ছেদ আবিষ্কার করেন- মোহোরোভিসিক (১৯০৯)

- ৬১। কেন্দ্রমন্ডলের প্রধান উপাদান- নিকেল(Ni) ও লৌহ (Fe)
- ৬২। লাভা সৃষ্টি হয়- তরল ম্যাগমা থেকে
- ৬৩। জিপসাম- রাসায়নিক পাললিক শিলা
- ৬৪। জীবাশ্মের উপস্থিতি থাকে - পাললিক শিলায়
- ৬৫। ভূকম্পন শক্তি মাপা হয়- রিকটার স্কেলে
- ৬৬। ভূকম্পন তরঙ্গ মাপা হয়- ভূকম্পন লিখন যন্ত্রে
- ৬৭। Tsunami-এর প্রধান উৎস- ভূকম্পনে সৃষ্ট সামুদ্রিক ঢেউ
- ৬৮। আগ্নেয়শিলার প্রধান উৎস-ম্যাগমা
- ৬৯। পৃথিবীতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি- ৮৫০টি
- ৭০। মনালোয়া ক্রিলাউয়া- শিল্প আগ্নেয়গিরি
- ৭১। পারকুটিন- সিনডারকোণ আগ্নেয়গিরি
- ৭২। মাউন্ট মেওন, ফুজিয়ামা- মিশ্রকোণ আগ্নেয়গিরি
- ৭৩। আগ্নেয়গিরির প্রধান বলয়- আগ্নেয় মেখলা (Fiery Ring)
- ৭৪। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য- ভাঁজ (হিমালয়, রকি)
- ৭৫। চ্যুতি পর্বত- পাকিস্থানের লবণ
- ৭৬। মধুপুর ও বরেন্দ্রভূমি- ক্ষয়জাত সমভূমি
- ৭৭। ধলেশ্বরী, যমুনা- প্লাবন সমভূমি
- ৭৮। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল- গাঙ্গেয় বদ্বীপ
- ৭৯। চট্টগ্রাম- উপকূলীয় সমভূমি
- ৮০। বায়ুমন্ডলের বয়স- ৩৫ কোটি বছর ৮১। ট্রপোমন্ডলের গভীরতা- ৮ কিলোমিটার
- ৮২। স্ট্রাটোমন্ডলের বিস্তৃতি- ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত
- ৮৩। ওজোন স্তর অবস্থিত- স্ট্রাটোমন্ডলে (২০-২৩ কিলোমিটার)
- ৮৪। মেসোমন্ডলের বিস্তৃতি- ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত
- ৮৫। বায়ুর চাপ কম- মেসোমন্ডলে
- ৮৬। তাপমন্ডলের নিম্নাংশ- আয়নমন্ডল
- ৮৭। ৩০-৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে বলে- জলবায়ু
- ৮৮। প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে তাপমাত্রা কমে-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস
- ৮৯। নিরক্ষীয় নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়- ০ ডিগ্রি-৫ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত
- ৯০। ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়- ২৫ ডিগ্রি-৩৫ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত
- ৯১। উপমেরু বৃত্তের নিম্নচাপ বলয়- 60 deg- 70 deg অক্ষাংশ পর্যন্ত
- ৯২। চাপের মান দেখানো হয়- মিলিবারে (mb)
- ৯৩। বায়ুপ্রবাহ- ৪ প্রকার

- ৯৪। 40 deg S-47 deg S অঞ্চলকে বলে- গর্জনশীল চল্লিশ
- ৯৫। গর্জনশীল চল্লিশে পশ্চিমা বায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি
- ৯৬। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিকে বলে- আর্দ্রতা
- ৯৭। জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হয়- শিশিরাংকে
- ৯৮। এশিয়ার শস্যপঞ্জি নিয়ন্ত্রিত হয়- মৌসুমি জলবায়ু দ্বারা
- ৯৯। বারিমন্ডলের আয়তন- ৩,৬২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার
- ১০০। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা- ৪,২৭০ মিটার
- ১০১। সমুদ্রশ্রোতের প্রধান কারণ- বায়ুপ্রবাহ
- ১০২। উপসাগরীয় শ্রোতের বর্ণ- নীল
- ১০৩। শ্রোতহীন সাগর- শৈবাল সাগর
- ১০৪। ল্যাব্রাডর শ্রোতের বর্ণ- সবুজ
- ১০৫। উপসাগরীয় শ্রোত ও ল্যাব্রাডর শ্রোতের সীমান্তকে বলে- হিমপ্রাচীর (বিপরীতধর্মী শ্রোত)
- ১০৬। জাহাজ চালানো নিরাপদ- উষ্ণ শ্রোতে
- ১০৭। এশিয়া ও ইউরোপকে পৃথক করেছে- ইউরাল পর্বত
- ১০৮। একমাত্র স্থলবেষ্টিত সাগর- কাস্পিয়ান
- ১০৯। ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ইউরোপ বিভক্ত- ৪ ভাগে
- ১১০। যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ- বেন নেভিস
- ১১১। পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি- মধ্য ইউরোপ (পশ্চিমে বিস্তৃত উপসাগরের উপকূল থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত)
- ১১২। আল্পস পর্বতমালার দৈর্ঘ্য- ১,১১৬ কিলোমিটার
- ১১৩। আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ- মাউন্ট ব্লাঙ্ক (৪,৮০৭ মিটার)
- ১১৪। ইউরোপের জলবায়ু বিভক্ত- ৪ ভাগে
- ১১৫। পূর্ব ইউরোপের জলবায়ু- চরম ভাবাপন্ন
- ১১৬। ইউরোপের রাষ্ট্র সংখ্যা- ৪৬টি
- ১১৭। ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে এশিয়া বিভক্ত- ৫ ভাগে
- ১১৮। পৃথিবীর ছাদ বলা হয়- পামীর মালভূমিকে (৪,৮১৩ মিটার)
- ১১৯। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণি- হিমালয় (৮,৮৪৮ মিটার)
- ১২০। পদ্মার উৎপত্তি- হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে
- ১২১। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মিলিত শ্রোতকে একত্রে বলা হয়- শাত-ইল-আরব
- ১২২। জলবায়ু অনুসারে এশিয়া বিভক্ত- ৭ ভাগে
- ১২৩। পশ্চিম সাইবেরিয়ার জলবায়ু- চরম ভাবাপন্ন
- ১২৪। পৃথিবীর শীতলতম স্থান- ভারখয়ানস্ক

- ১২৫।প্যালেস্টাইন গঠিত হয়- ১৯৯৩ সালে
১২৬।এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশ- বাহরাইন (৬৬৫ বর্গ কিলোমিটার)
১২৭।মালয় উপদ্বীপকে বলা হয়- পশ্চিম মালয়েশিয়া
১২৮।সাবাহ ও সারাওয়াককে বলা হয়-পূর্ব মালয়েশিয়া
১২৯।মালদ্বীপের রাষ্ট্রভাষা- মালয়
১৩০।কিনাবালু শৃঙ্গের উচ্চতা- ৪,০৫০ মিটার
১৩১।সুমাত্রা ও মালয়ের মধ্যবর্তী প্রণালী- মালাক্কা
১৩২।মালয়েশিয়ায় রাবার চাষ শুরু হয়- ১৮৯৫ সালে
১৩৩।মালয়েশিয়ার প্রধান খনিজ- টিন
১৩৪।টিন উৎপাদনে প্রধান দেশ- মালয়েশিয়া
১৩৫।প্রাচীন নগর মালাক্কা স্থাপিত হয়- ১৫১১ সালে
১৩৬।মালয়েশিয়ার সর্ববৃহৎ বন্দর- ক্ল্যাঙ্গ
১৩৭।মালয়েশিয়া স্বাধীন হয়- ৩১ আগস্ট, ১৯৫৭
১৩৮।কোরিয়া স্বাধীন হয়- ১৫ আগস্ট, ১৯৪৮
১৩৯।কোরিয়া ভাগ হয়- ১৯৫২ সালে
১৪০।কোরিয়ানরা জাতিগতভাবে- মঙ্গোলীয়
১৪১।দক্ষিণ কোরিয়ার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত- ১২৭ সেন্টিমিটার
১৪২।উষ্ণতা দুই মাস হিমাক্ষের নিচে থাকে- সিউলে
১৪৩।টাইফুন ঝড়ের সময়- জুলাই ও আগস্ট
১৪৪।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাচীনতম নগর- পুসান
১৪৫।দক্ষিণ কোরিয়ার জিডিপি ১০% ছিল- ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত
১৪৬।মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীরা- ককেশীয়
১৪৭।মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমভূমি অঞ্চল-মেসোপটোমিয়া ও নীলনদের অববাহিকা
১৪৮।কৃষি ব্যবস্থায় ভূমি আবর্তন পদ্ধতি ব্যবহার করে-ইরান
১৪৯।মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান খাদ্য- গম
১৫০।“মোহেইর” হল- ছাগলের পশম ও চামড়া
১৫১।পৃথিবীর বৃহত্তম তেল শোধনাগার- আবাদান (ইরান)
১৫২।প্যালেস্টাইন প্রসিদ্ধ- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে
১৫৩।গাজা প্রসিদ্ধ- ক্ষুদ্র বয়ন শিল্পে
১৫৪।ইরাকের পরিবহন ব্যবস্থার প্রাণ- দজলা ও ফোয়াত নদী
১৫৫।মালভূমির প্রধান পরিবহন মাধ্যম- উট
১৫৬।প্যালেস্টাইনের আয়তন- ৬,২২০ বর্গ কিলোমিটার

১৫৭।বাংলাদেশের অবস্থানঃ

20 deg 34' N-26 deg 38' N অক্ষরেখা

88 deg 01' E- 92 deg 41' E দ্রাঘিমা রেখা

১৫৮।বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গেছে- কর্কটক্রান্তি রেখা

১৫৯।বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা- ৪,৭১২ কিলোমিটার

১৬০।বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখা-৩,৭১৫ কিলোমিটার

১৬১।বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখা-২৮০ কিলোমিটার

১৬২।বাংলাদেশের তটরেখার দৈর্ঘ্য- ৭১৬ কিলোমিটার

১৬৩।স্থায়ী বসবাসের জন্য আদর্শ- সমভূমি

১৬৪।ভূপ্রকৃতি অনুসারে-বাংলাদেশ বিভক্ত- ৩ ভাগে

১৬৫।বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ- মোদকটং (আবিষ্কারক-প্রফেসর সাঈদ চৌধুরী)

১৬৬।প্লাইস্টোসিন কাল- ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়

১৬৭।বরেন্দ্রভূমির মাটি- ধূসর ও লাল

১৬৮।বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা- ২৩০টি

১৬৯।বাংলাদেশের নদীপথের দৈর্ঘ্য-২৪,১৪০ কিলোমিটার

১৭০।পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য- ১৪৫ কিলোমিটার

১৭১।পদ্মা ও মেঘনা মিলিত হয়েছে- চাঁদপুরে

১৭২।পদ্মার প্রধান উপনদী- মহানন্দা

১৭৩।পদ্মা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে- কুষ্টিয়া হয়ে

১৭৪।ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল- হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর

১৭৫।ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে-কুড়িগ্রাম হয়ে

১৭৬।সুরমা ও কুশিয়ারা- বরাক নদীর অংশ

১৭৭।মেঘনা মূলত- কালনী, সুরমা ও কুশিয়ারার সম্মিলন

১৭৮।কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তিস্থল- আসামের লুসাই পাহাড়

১৭৯।ফেনী নদীর উৎপত্তিস্থল- পার্বত্য ত্রিপুরা

১৮০।বাংলাদেশের জলবায়ু- ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু

১৮১। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা-২৬.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

১৮২।বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত- ২০৩ সেন্টিমিটার

১৮৩।বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়- জুন থেকে অক্টোবর মাসে (সিলেট)

১৮৪।বাংলাদেশে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (এপ্রিল)

১৮৫।বাংলাদেশে উষ্ণতম মাস- এপ্রিল

- ১৮৬।বাংলাদেশে শীতলতম মাস- জানুয়ারি
- ১৮৬।বাংলাদেশে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা-১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস
- ১৮৭।বাংলাদেশে রেকর্ডকৃত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা-১ ডিগ্রি সেলসিয়াস (দিনাজপুর,১৯০৫)
- ১৮৮। বাংলাদেশের মোট বনভূমি- ২৫০০০ বর্গকিলোমিটার (১৭%)
- ১৮৯।চিরহরিৎ গাছের সৃষ্টি- অতিবৃষ্টির জন্য
- ১৯০।বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি-দিনাজপুরের বনভূমি
- ১৯১।গজারি গাছ পাওয়া যায়-মধুপুর ও ভাওয়ালে
- ১৯২।জাতীয় আয়ে বনজ সম্পদের অবদান- ৫%
- ১৯৩।পৃথিবীর পানিবিদ্যুৎ শক্তি-মোট বিদ্যুৎ শক্তির ৬%
- ১৯৪।বাংলাদেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ- ৮৫.৩৮%
- ১৯৫।কর্ণফুলি বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬২ সালে
- ১৯৬।আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়- ১৯৭০ সালে
- ১৯৭।প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র-সিলেটের হরিপুর (১৯৮৬)
- ১৯৮।বাংলাদেশে সিলিকা বালি উৎপন্ন হয়- বছরে ১,৮০,০০০ বর্গফুট
- ১৯৯।গন্ধক পাওয়া যায়- কুতুবদিয়ায়
- ২০০।গ্যাস জ্বালানির চাহিদা পূরন করে- ৭৩%
- ২০১।দেশে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র- ২৬টি (ব্লক ২৮টি) ২০২।গ্যাস তোলা হচ্ছে-১৭টি ক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ থেকে ২০৩।দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ- ১৪.৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
- ২০৪।পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল- আদমজী (প্রতিষ্ঠা-১৯৫১)
- ২০৫।পাটশিল্প প্রধান কেন্দ্র- নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম
- ২০৬।দেশে সচল পাটকল- ৭৬টি
- ২০৭।দেশে বর্তমানে বস্ত্র ও সুতাকল-৬৩টি
- ২০৮।বস্ত্র খাতের নিয়ন্ত্রক- Bangladesh Textile Milss Corporation
- ২০৯।প্রথম কাগজকল কর্ণফুলি পেপার মিল স্থাপিত হয়- ১৯৫৩ সালে
- ২১০।প্রথম সারকারখানা- সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৬১)
- ২১১।দেশে মোট সার কারখানা- ১৪টি
- ২১২।দেশে চিনিকল আছে- ১৫টি
- ২১৩।আঁখ উৎপাদন ভালো হয়-উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায়
- ২১৪।দেশে পোশাকশিল্পের যাত্রা- ১৯৮৩ সালে
- ২১৫।জাতীয় আয়ে পোশাকশিল্পের অবদান- ৩৭%
- ২১৬।বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে-যুক্তরাষ্ট্রে
- ২১৭।বাংলাদেশের সড়কপথের দৈর্ঘ্য- ৩,২০,৩৭৪ কিলোমিটার

২১৮।বাংলাদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য- ৪,৪১৩ কিলোমিটার

২১৯।দেশে মোট রেলস্টেশন- ৪৪৪টি

২২০।দেশে মোট চা বাগান- ১৬৪টি

২২১।মানচিত্রে স্কেল নির্দেশ করা হয়-তিনটি পদ্ধতিতে

২২২।স্কেল অনুসারে মানচিত্র- দুই প্রকার

২২৩।বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র- ক্রাডাস্ট্রাল মানচিত্র

২২৪।ব্রিটিশ পদ্ধতিতে 1:36 R.F মানে 1 inch = 36 inch

২২৫।এক ইঞ্চি = ১/৬৩৩৬০ মাইল

২২৬।উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হিসেবে মানচিত্র- দুই প্রকার

২২৭।গ্রামে চাষাবাদযোগ্য জমি- ৮০%

২২৮।পরিসংখ্যান আকারে প্রাপ্ত- ভৌগলিক উপাত্ত

২২৯।সুস্থচিত্রকে দন্ডচিত্রও বলে।

২৩০।সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ আসে- সূর্য গ্রহণে

২৩১।কুয়াশা ও ঝড় সৃষ্টি হয়- উষ্ণ ও শীতল শ্রোতের মিলনে

২৩২।জোয়ার ভাঁটার কারণ- চাঁদের আকর্ষণ

২৩৩।বায়ুমন্ডলে-নাইট্রোজেন আছে ৭৮.০১%,কার্বন ডাই অক্সাইড আছে ০.০৩%

২৩৪।বায়ুমন্ডলের উপাদানকে ভাগ করা হয়- ৩ ভাগে

২৩৫।বায়ুর তাপের প্রধান উৎস- সূর্য

২৩৬।পৃথিবীর চাপ বলয়- ৭টি

২৩৭।১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য- ৪মিনিট

২৩৮।দিনরাত্রি সমান হয়- নিরক্ষরেখায়

২৩৯।জোয়ার ভাঁটার ব্যবধান- ৬ঘন্টা ১৩মিনিট

২৪০।বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা- ১,১৮,৮,১৩ বর্গ কিলোমিটার